দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২ ...

যশোরে প্রাথমিক বৃত্তির তালিকা তৈরিতে কারসাজির অভিযোগ

■ যশোর অফিস

পরীক্ষার খাতা যথাযথ মূল্যায়ন না করায় যশোরে প্রাথমিক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে মেধাবীরা। প্রাথমিকের সব পরীক্ষায় অনেক শিক্ষার্থী উপজেলায় শীর্ষ পর্যায়ে থাকলেও সংশ্লিষ্টদের 'মর্জি' না হওয়ায় তাদের বৃত্তি দেয়া হয়নি। এ অভিযোগ করে মঙ্গলবার প্রেসক্লাব যশোরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ১৫ জন অভিভাবক। এর আগের দিন সোমবার তারা খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য যশোর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর আবেদন করেছেন। এ আবেদনের অনুলিপি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা-মন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালক, যশোর জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অভিভাবক নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, ২০১১ সাল থেকে যশোরে প্রাথমিক বৃত্তিতে মেধাবীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সে সময় দাউদ পাবলিক স্কুলের ফার্স্ট বয়, বিএএফ শাহীন স্কুলের ফার্স্ট, সেকেন্ড ও থার্ড বয়, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ফার্স্ট, সেকেন্ড ও থার্ড বয়কে বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এভাবে ২০১২, ২০১৩ এবং সদ্য প্রকাশিত ২০১৪ সালের প্রাথমিক বৃত্তিতেও একই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

অভিভাবক সৈয়দ মোনজুর মোরশেদ ও সেলিম চাকলাদার বলেন, শিক্ষক সমিতির নেতা, প্রভাবশালী শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তাদের ছেলে-মেয়েরা ক্লাসে ভাল না হলেও তারা বৃত্তি পেয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তাপস কুমার বলেন, তারা ঢাকায় তালিকা প্রেরণ করেন। এর বাইরে তাদের হাত নেই। তালিকার ভিত্তিতে ঢাকা থেকে মেধা অনুযায়ী বৃত্তি দেয়া হয়।